তিব্বতে টিনটিন

ওঃ, দারুণ জায়গা ! কী বলিস কুট্টুস ?

এর নাম ছুটি কাটানো ? মরে যাই ! পাথরের উপরে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের পাতা ছিড়ে গেল রে বাবা !

সারাদিন ঘুরেছি ! ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে !
HOTEL SOMMETS

কী ক্যাপ্টেন, ছুটি কেমন কাটাচ্ছ ?
চমৎকার ! তোমাকে কিন্তু ক্লান্ত দেখাচ্ছে !

ও কিছু না ! চমৎকার পাহাড়, চমৎকার রোদ আর হাওয়া ! তা তুমিও তো আমার সঙ্গে একটু বেরিয়ে পড়লে পারো !
অ্যাঁ, আমি ?

মরে গেলেও আমি পাহাড়ে উঠছি না ! উঠে লাভ কী ? শেষ পর্যন্ত তো সেই নেমেই আসতে হবে ! তা হলে ? না বাপু, সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে আমি রাজি নই !

তা ছাড়া ভাবো, হঠাৎ যদি পা হড়কে যায়, তো আছাড় খেয়ে ঘাড় মটকে যেতে পারে ! পারে না ? রোজই তো কাগজে এইসব দুর্ঘটনার খবর দ্যাখো, তাতেও শিক্ষা হয় না তোমার ?

দ্যাখো, নেপালের পাহাড়ে কী হয়েছে, তার খবর !

নেপালে বিমান-দুর্ঘটনা

কাঠমাণ্ডু, বুধবার। গত সোমবার পাটনা থেকে কাঠমাণ্ডুর পথে যে বিমানটি নিখোঁজ হয়, সেটি পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, ঝড়ের ধাক্কায় বিমানটি পাহাড়ে গিয়ে পড়েছিল। পরে একটি অনুসন্ধানকারী দল যেখানে এই বিমানটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছে, সেটি অতি দুর্গম ও বিপজ্জনক এলাকা। একদল অভিজ্ঞ শেরপা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছে। বিমানে ছিলেন মোট ১৪ জন যাত্রী ও ৪ জন কর্মী।

বাপ্‌ রে, হাঁচির কী বহর ! সব্বাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ !
কই, হাঁচিনি তো !

মানে…মানে…ভীষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম !
দুঃস্বপ্ন ?

চিনে সেই যে চ্যাং বলে একটা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, স্বপ্নে তাকে দেখলুম ! ওঃ, বীভৎস !

চ্যাং বরফে চাপা পড়েছে । ভীষণভাবে জখম হয়েছে সে । সেই অবস্থায় চেঁচিয়ে বলছে, "টিনটিন, টিনটিন, আমাকে বাঁচাও !" উঃ, এখনও সেই ডাক যেন শুনতে পাচ্ছি ।

আসল কথা, তুমি ক্লান্ত । যাও, ঘুমিয়ে পড়ো ।
তা-ই হবে । যাই তা হলে ।

পরদিন সকালে…
হ্যালো ! আর-কোনও দুঃস্বপ্ন দ্যাখোনি তো ?
না, আর দুঃস্বপ্ন দেখিনি ।

তবে ঘুমও হয়নি । তুষারে-চাপা-পড়া চ্যাংয়ের ছবিটাই যেন চোখের সামনে ভাসতে লাগল ।

স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না । এই নাও, হংকং থেকে তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে ।

হংকং ?

ছাপ দেখলেই বুঝতে পারবে, বিস্তর পথ ঘুরেছে । লাব্রাডর রোড থেকে মার্লিনস্পাইক হয়ে এখানে ।
হংকং থেকে কে চিঠি লিখল ?

BY AIR MAIL
PAR AVION
Please forward:
Mr. Tintin
Hotel des Sommets,
Vargèse

চ্যাং !

কী হল, আবারও কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে নাকি ?
আরে না না, চ্যাং চিঠি লিখেছে !

কাল সন্ধ্যায় স্বপ্নে তাকে দেখলুম, আর আজই তার চিঠি এল ! এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার?
চ্যাং তোমাকে লিখেছেটা কী, সেইটে বলো ।

শোনো : "আমার পালক-পিতার ভাই..." মিঃ ওয়ং চেন ইঁর যে একজন ভাই আছেন, তা তো জানতুম না ।... "লণ্ডনে থাকেন । সেখানে তিনি একটা দোকান চালান । তিনি আমাকে লণ্ডনে যেতে লিখেছেন...

"তা আমি লণ্ডনে যাব বলে ঠিক করেছি । কাল আমি হংকং থেকে রওনা হচ্ছি । শিগগিরই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ।"... সুখবর, কী বলো ক্যাপ্টেন ?

খবর তো ভালই । তবে কিনা এই চ্যাংও সেই আবদুল্লার মতো চ্যাংড়া নয় তো ?
না না, চ্যাং অতি শান্ত শিষ্ট বিনয়ী ছেলে । দেখলেই বুঝতে পারবে ।

কুট্টুসও চ্যাংকে খুব পছন্দ করে ।

প্রোফেসর ক্যালকুলাস ! সুখবর ! চ্যাং আসছে ! চ্যাং আসছে !
শ্যাম্পেন ? এই সকালে ?

চ্যাং আসছে ! কী মজা !

ছিঃ ক্যাপ্টেন, এই সাতসকালেই শ্যাম্পেন খাইয়েছ টিনটিনকে ?
?

তা এই দেবদূতটি আসছে কখন ?
দেখি ।

চ্যাং লিখেছে : "হংকং থেকে আমি কলকাতা হয়ে নেপাল যাব। সেখানে আমার পালক-পিতার এক তুতো-ভাই থাকেন । তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে উপহার নিয়ে যেতে হবে ।"

নেপাল ? ...কাঠমাণ্ডু ? ...আরে, প্লেনটা তো কাঠমাণ্ডুতেই যাচ্ছিল ?

কাগজটা পড়ো তো...নিশ্চয়ই আজ দুর্ঘটনার বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে।
দৈনিক বার্তাবহ
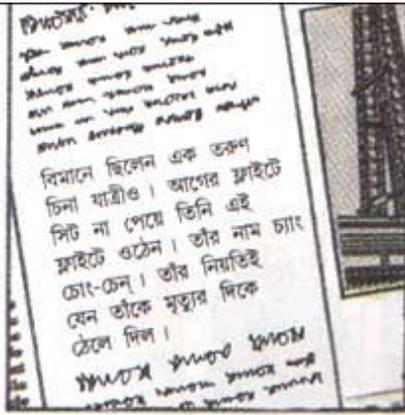
এই তো ! "দুর্ঘটনায় কেউই বেঁচে নেই" !
বিমানে ছিলেন এক তরুণ চিনা যাত্রীও। আগের ফ্লাইটে সিট না পেয়ে তিনি এই ফ্লাইটে ওঠেন। তাঁর নাম চ্যাং চোং-চেন্। তাঁর নিয়তিই যেন তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল।
জীবনে আর কখনও চ্যাংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হবে না !

চ্যাং ! চ্যাং বেঁচে নেই !
সকালবেলায় শ্যাম্পেন খাওয়ার এই হচ্ছে পরিণতি !
আরে মশাই, চুপ করুন তো !

কিন্তু না, চ্যাং মরেনি, সে বেঁচে আছে !
সে কী !
হ্যাঁ, বেঁচে আছে ! দুর্ঘটনা তো কবেই ঘটেছে, কিন্তু কালই তাকে আমি দেখলুম ! সে সাহায্য চাইছিল !
কিন্তু সে তো স্বপ্নে দেখেছ !

না, সাধারণ স্বপ্ন এটা নয় ! আমার মন বলছে, সে বেঁচে আছে, সে সাহায্য চাইছে !
কী বলছ টিনটিন !

আমি···আমি নেপালে যাব। হ্যাঁ, যাবই !
অ্যাঁ, সে কী !

এ তো পাগলামি !
যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও !

টিনটিন, তোমার দুঃখের ব্যাপারটা আমি বুঝি। কিন্তু এই পাগলামি, এর কি কোনও অর্থ হয় ?
চ্যাংকে বাঁচাতে হবে !

যাব্বাবা ! যে-লোক মরে গেছে, তাকে তুমি কী করে বাঁচাবে ?
চ্যাং মরেনি !

চ্যাং !
!
?

চ্যাং, এদিকে আয় ! ওই বাজে কুকুরটার সঙ্গে মিশবি না !

কুকুরের নাম দিয়েছে চ্যাং ! বলিহারি বুদ্ধি !
পিকিনিজ কুকুর কিনা তাই ওই নাম !

তোমার বন্ধু বেঁচে থাকলে তো রেস্কু-পার্টিই তাকে খুঁজে পেত !
তা বটে !
আমি বাজে কুকুর ! কী বুদ্ধি !

তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, সে বেঁচে আছে, কিন্তু...

!
?
চ্যাং

এইভাবে কেউ হাঁচে ? তোমার লজ্জা করে না ?
কী করব সার ? বড্ড সর্দি হয়েছে !

চ্যাং

বেঁচে থাকলেই যে খুঁজে বার করতে পারব, তার তো নিশ্চয়তা নেই ! শেরপারাও তো খুঁজে বার করতে পারেনি !

ক্যাপ্টেন, আমার বিশ্বাস চ্যাং বেঁচে আছে ! সুতরাং তার খোঁজে আমাকে যেতেই হবে ! বাস্‌, এই আমার শেষ কথা !

বেশ, যেখানে খুশি যাও ! নেপালে যাও টিম্‌বাকটুতে যাও, জাহান্নামে যাও ! কিন্তু একা যাও ! আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না ! কিছুতেই না !

দু'দিন বাদে...নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে...

মিনিট কয়েক বাদে…
দুপুর দুটো পঁয়ত্রিশে কাঠমাণ্ডুর প্লেন ছাড়বে। দুটো নাগাদ এয়ারপোর্টে আসুন, তবে কিনা এখন তো সবে এগারোটা…

হাতে যখন তিন ঘন্টা সময়, তখন এখানে মালপত্র রেখে ট্যাক্সি নিয়ে আপনারা তো একটু বেড়িয়েও আসতে পারেন।
ঠিক আছে, তা হলে দিল্লি-দর্শনটা সেরেই ফেলা যাক।

খানিক বাদে…
এই হচ্ছে কুতুব মিনার, বুঝলে ক্যাপ্টেন!

এই হচ্ছে লালকেল্লা
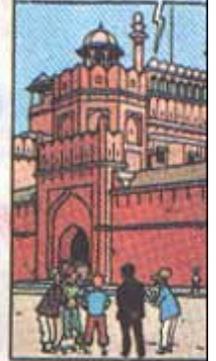
তিন ঘন্টা কেটে গেছে…
রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি দেখা হল না!
দেখতে গেলে প্লেন মিস করব।

ট্যাক্সি নিয়ে চটপট এয়ারপোর্টে চলো।
ধুত

ওখানে অত ভিড় কেন? অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

গোরু শুয়ে আছে! যাব্বাবা, রাস্তা বিলকুল বন্ধ।

আরে, গোরুটাকে কেউ হটিয়ে দাও না!

হটাতে গেলে গুঁতিয়ে দেবে!
কিন্তু একটু বাদেই যে প্লেন ছাড়বে আমাদের!

ঠিক আছে, আমিই হটিয়ে দিচ্ছি!

আরে, এ কী!

থাম, থাম! থাম বলছি!

ভৌ...ভৌ !

থাম ! থাম !
?

কাহাঁ যা রহে হ্যায় ?
গোরুটাকে জিজ্ঞেস করো !
ভৌ... ভৌ !

ওরে বাবা, কেউ এসে আমায় নামিয়ে দে !
ভৌ... ভৌ !

?

কাহাঁ যায়েঙ্গে সাব ?
এয়ারপোর্টে যাব ! কিন্তু একটু দাঁড়াও ! এক বন্ধু আসছে !

ওই আসছে সে !

এবারে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দাও ! পারবে তো ?
জরুর, সাব !

দিল্লিমেঁ ইয়াহ্ সবসে আচ্ছি ট্যাক্সি হ্যায় !
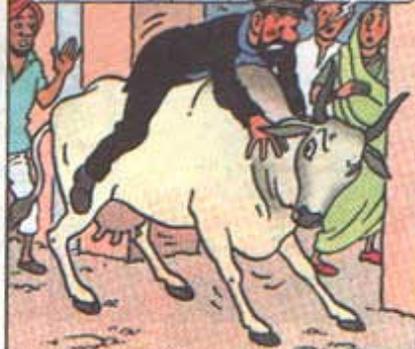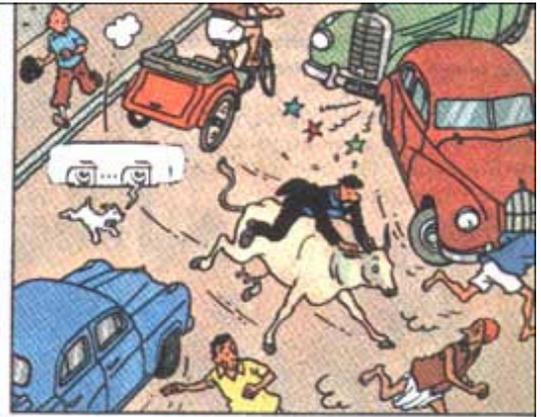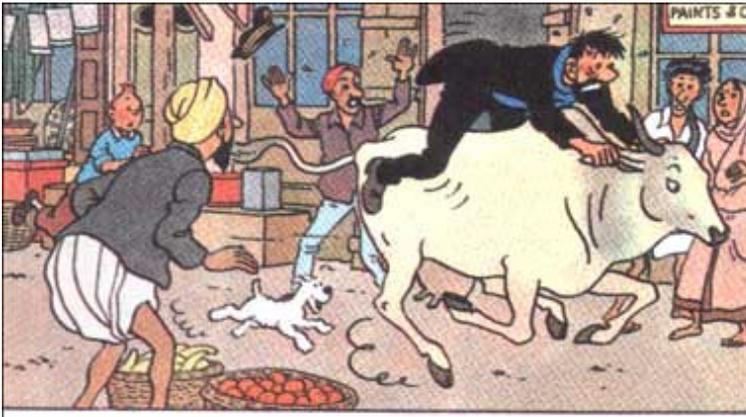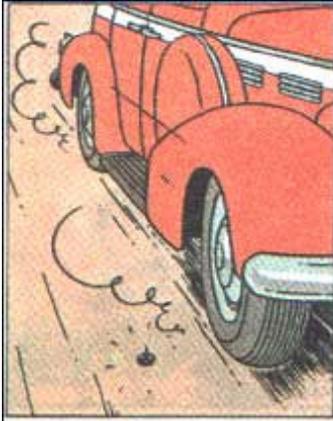
এই রে, মুশকিল হল !
কী হল আবার ?

আমার চোখে কিছু একটা পড়েছে ! ধুলো না কুটো, বুঝতে পারছি না ! ড্রাইভার, থামাও তো !

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না ! প্লেনে উঠে দেখা যাবে !

জোরে চালাও ড্রাইভার ! আরও জোরে !
ঠিক হ্যায়, সাব

যাঃ, টুপিটা উড়ে গেল !

এইসা হোনেসে টাইম পর্ নহি পহুছ পাউঙ্গা !

বিমানবন্দরে...
দো প্যাসেঞ্জার অভি তক নহি আয়ে হ্যায় ! লেকিন টেক অফকা টাইম হো চুকা !

ওই ওরা আসছে !

ধেত্তেরি, চোখ থেকে কুটোটা এখনও বার হল না !
AIR INDIA

যাক, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই !
AIR INDIA

ক্যাপ্টেন, ওদিকে নয়, এদিকে !

চোখে কী ঢুকেছে, সেটা একটু পরে দেখব, কেমন ?

পথ শেষ হয়ে এসেছে···
কাঠমাণ্ডু এসে গেছে ।

প্রথমেই এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব ।

সেদিন যে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে, তারই একজন যাত্রী চ্যাংয়ের আমরা বন্ধু । আমরা দুর্ঘটনার জায়গায় যেতে চাই । আপনারা তো জানেন, লোকজন লাগিয়ে পাহাড়ে কীভাবে খোঁজাখুঁজির ব্যবস্থা করতে হয়···তা
এ-ব্যাপারে যদি আমাদের সাহায্য করেন···

আপনারা কি মনে করেন যে, খোঁজাখুঁজি করে কোনও লাভ হবে ?
হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে । সেইজন্যেই খুঁজতে চাই ।

পাহাড়ে খোঁজাখুঁজির বিপদ সম্পর্কে কোনও ধারণাই আপনাদের নেই । পাগলামি করবেন না ।
ব্যাটার রাবার-ব্যাণ্ডটা ছিঁড়ে গেলে বেশ হয়

আর তা ছাড়া খোঁজাখুঁজি করে লাভটা কী হবে ? দুর্ঘটনার ফলে তিনি যদি মারা গিয়ে না-ও থাকেন, তো শীতে আর খিদেতেই মারা গিয়েছেন ।
আমি তো সেই কথাই ওকে বোঝাচ্ছি ।

হাহা !
হাহা !

আমি দুঃখিত !

শুনুন মশাই, চ্যাং আমার বন্ধু । আমি বিশ্বাস করি, সে বেঁচে আছে । আর তাই তাকে খুঁজতে আমি যাবই ।

উত্তম । কিন্তু কোনও শেরপা আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হবে না । তবু আমি শেরপাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছি ।
বাঃ, তা হলে তো ভালই হয় ।

যা-ই বলো, এটা একেবারে পাগলামির ব্যাপার হচ্ছে । চ্যাংয়ের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় !
চ্যাং বেঁচে আছে !
যেহেতু তুমি তাকে স্বপ্নে দেখেছ, অতএব সে বেঁচে আছে ? কাল রাত্তিরে আমি কলম্বাসকে স্বপ্নে দেখেছি, তার মানে কি এই যে, কলম্বাস জীবিত ? তুমি আসলে স্বপ্ন আর বাস্তবে গুলিয়ে ফেলছ
আমি কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে বাঁচি

হুঁশিয়ার !
?

?!
দেখে-শুনে পথ চলতে পারো না ?

হুঁশিয়ার !

কী হচ্ছে শুনি ? নিশ্চয় তুমি ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা লাগিয়েছ ! বুদ্ধু কোথাকার !

क्यों जी ? देखते नहीं सामने क्या है ?...

চেঁচামেচিতে এও দেখছি তোমার চেয়ে কম যায় না !

চলো, চ্যাংয়ের আত্মীয়ের দোকানের কথাটা ওদের জিজ্ঞেস করা যাক !

আচ্ছা, এখানে একজন চিনে-ভদ্রলোকের দোকানটা ঠিক কোন্‌দিকে আপনারা জানেন ?
চিনে দোকান ?
ওই লাল-লাল জিনিসগুলো কী, দেখতে হচ্ছে !

আরে, এ তো ফল শুকোতে দিয়েছে ! দিব্যি গন্ধ !

ফল ? ...খেতে ভাল নিশ্চয় ? ...একটা খাই ?
খান, সাহেব !
খান, সাহেব !

বাঁ দিক দিয়ে উপরে উঠে একটা মন্দির দেখবেন । সেখানে ডান দিকে মোড় নিলেই চিনে দোকানটা পেয়ে যাবেন
ধন্যবাদ !

আগুন !

?
ওরে বাবা, ফলটা চিবিয়ে খেয়ে মনে হল যেন আস্ত একটা আগ্নেয়গিরি খেয়ে ফেলেছি !
ফল নয়, লঙ্কা ! ভীষণ ঝাল !
মিনিট কয়েক বাদে...
ওই সেই মন্দির...
চমৎকার কারুকার্য ।
আমার নাম চেং লি-কিন । আমাকেই তো আপনারা খুঁজছেন ?
!
হ্যাঁ, কিন্তু জানলেন কী করে ?
যাকে আপনারা পথের হদিস জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে-ই বলল ।
চলুন, আমার গরিবখানায় গিয়ে এক-কাপ চা খান ।
বেশ তো ।
মিঃ চেং, আমরা চ্যাংয়ের বন্ধু ।
?
?
তাই নাকি ? চলুন, চলুন, চ্যাং আপনাদের দেখলে খুব খুশি হবে ।
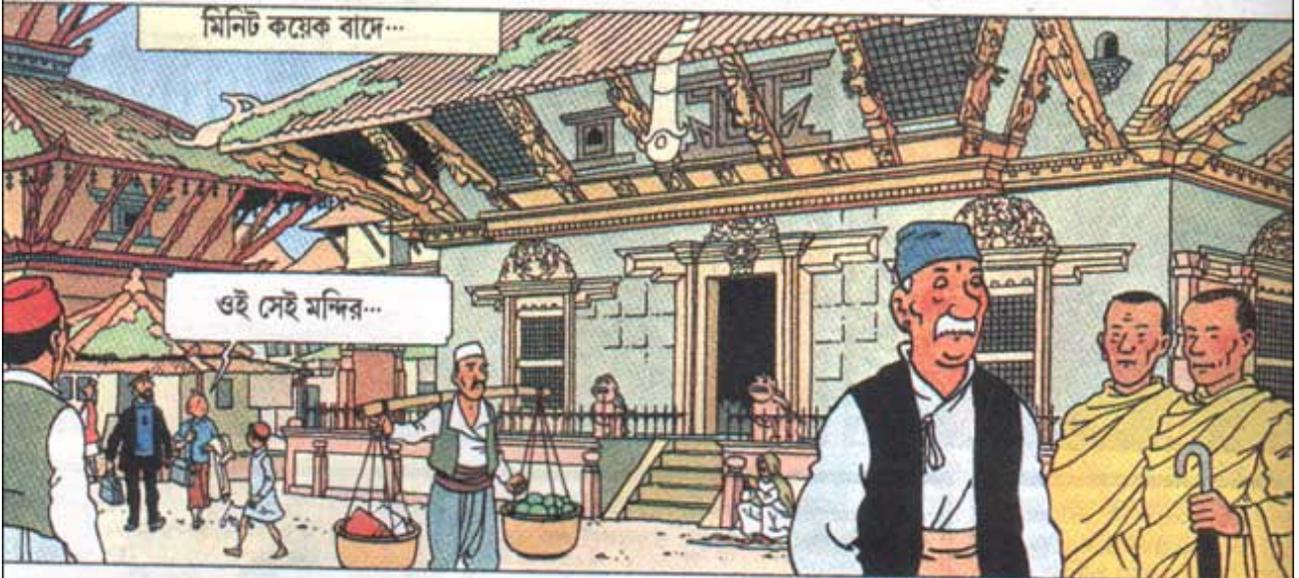
কী…কী বললেন ?
চ্যাং আপনাদের দেখলে খুশি হবে । আসুন ।

চ্যাং, তোমার বন্ধুরা এসেছেন ।

এই হচ্ছে আমার ছেলে চ্যাং লিং-ই ।

না না না, ইনি নন, আমাদের বন্ধুর নাম চ্যাং চোন-চেন ।
সে তো সম্পর্কে আমার ভাইপো । কিন্তু সে তো মারা গেছে ।

বিমান-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় ।
না, তা আমি মনে করি না । আপনি একজন শেরপার সন্ধান দিতে পারেন, যে আমাদের সঙ্গে চ্যাংকে খুঁজতে যেতে রাজি হবে ?

মরা-মানুষের খোঁজে যাবেন ?
সে মারা যায়নি । আমার বিশ্বাস, সে বেঁচে আছে ।

বাবা, এদের সঙ্গে থার্কেকে দাও না । সে খোঁজ-পার্টির সঙ্গে ছিল । তা ছাড়া খুব সাহসীও ।
থার্কে রাজি হবে বলে মনে হয় না ।

অসম্ভব !

মরা-মানুষের খোঁজে গিয়ে আমরা তিনজনেই মারা পড়ব ।
কিন্তু চ্যাং মারা গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না ।

আমি সেখানে গিয়েছিলাম । ভাঙা প্লেনটাও আমি দেখেছি । কারও পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় । দুর্ঘটনায় না মরুক, শীতে মরেছে । না-খেয়ে মরেছে !

এই কথাটাই তো আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছি । ও তো ঠিকই বলছে । বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কিছুতেই সম্ভব নয় ।

থার্কের কথাই হয়তো ঠিক ।
যাক্, তা হলে বুঝতে পেরেছ ।

অন্যের প্রাণ নিয়ে খেলা করবার কোনও অধিকারই আমার নেই ।
বাঃ, এই তো বুদ্ধি খুলেছে !

সুতরাং আমি একাই যাব !
!?

বেশ তো, যেতে হয় যাও, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না, কিছুতেই না ! মরে গেলেও না !

হুঁশিয়ার, ক্যাপ্টেন !

ব্যাপার কী, এরা কি সবাই মিলে ঠিক করেছে যে, আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে !

?!?

ক্যা ? ফির বহী ?
আরে, আরে, চেঁচাচ্ছ কেন ? আমি তো চেঁচাইনি !

তিন দিন বাদে···
বাস, বাঁধাছাঁদা শেষ । এবারে ক্যাপ্টেনকে 'গুডবাই' বলে বেরিয়ে পড়ব !
আমার কিন্তু বেরোবার ইচ্ছা একটুও নেই

ঠক
ঠক
ঠক

কে ?

!
?

বিদায় নিতে এসেছি ! কিন্তু··· কিন্তু···এ কী ব্যাপার ?

তুমি ভেবেছিলে যে, ক্যাপ্টেন ভিতু ! ভেবেছিলে যে, একা তোমাকে এই বিপজ্জনক পথে আমি ছেড়ে দেব ! তোমার বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন বিপদের নাম শুনলেই ইঁদুরের গর্ত খোঁজে ! কী, তাই না ?
না, মানে···

কিন্তু তুমি জেনে রাখো যে, কারও চেয়ে আমি কিছু কম সাহসী নই । তোমার সঙ্গে যাব ! বাস, এখন কেটে পড়ো ।

আবার কে এল ?
ঠক
ঠক
ঠক

!?

আরে, তুমিই তো প্রতিটি মোড়ে আমাকে ধাক্কা মারো ! তা এখানে কী চাও ?
শেরপা থার্কের কাছ থেকে আসছি ।
আমি মাল বইব । থারকে বললে, সে তৈরি ।
বেশ, তা হলে থারকেকে বলো, আমরা আসছি ।
তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছ ? তা হলে জেনে রাখো, পরে আমি একা আবার থারকের কাছে গিয়ে তাকে রাজি করিয়েছি । পথ চিনিয়ে সে আমাদের নিয়ে যাবে ।
ক্যাপ্টেন, তোমার তুলনা নেই !
দাঁড়াও বাপু, অত হেসো না । থারকে আমাদের দুর্ঘটনার জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাবে । তার পরে কিন্তু আর যাবে না । তা, সেখানে গেলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, চ্যাংয়ের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ।
জামাকাপড়, খাবার, অন্যান্য সরঞ্জাম, মালবাহী, সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে থারকে । তবে, এই হতভাগাটাও যে মালবাহী, তা আমি জানতুম না । দেখি, আরও কতবার আমাকে ওর কনুইয়ের গুঁতো খেতে হয় !
এক ঘণ্টা বাদে…
কেন যে মরতে এখানে এলুম । এর চেয়ে মার্লিনস্পাইকে থাকলে দুপুরবেলায় দিব্যি গলা ভিজিয়ে ঘুমনো যেত ।
গলা ভেজাবার ব্যবস্থা অবশ্য সঙ্গেই আছে !
আরে, কম্পজ্বরে কাঁপিস কেন, লম্ফ দিয়ে চল্‌ রে সবাই, লম্ফ দিয়ে চল্‌ রে এবার, লম্ফ দিয়ে চল…
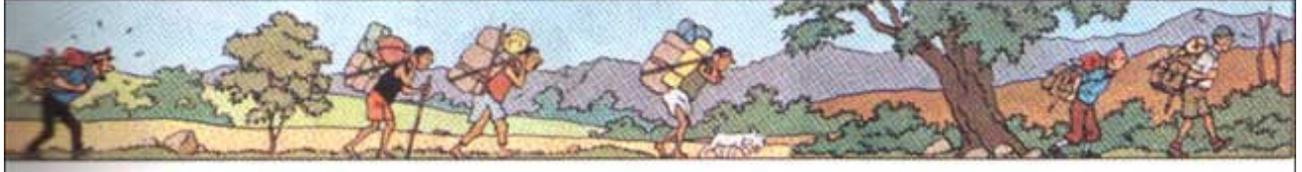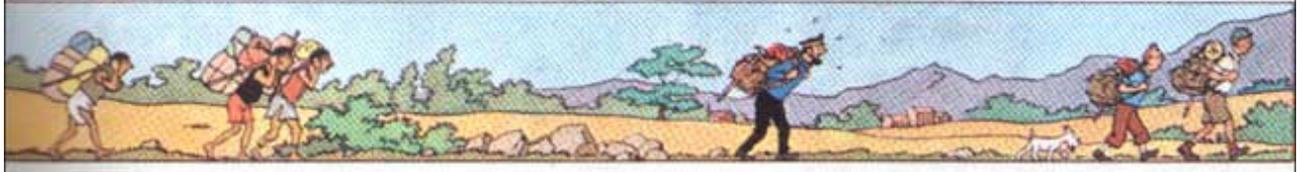
বাপ্‌রে, ও যে ঘোড়ার মতো ছুটছে !···
ও ক্যাপ্টেন, অমন দৌড় লাগালে কেন ?

ছুটুক না, একটু বাদেই হাঁফিয়ে যাবে !

বাব্বা রে, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে !
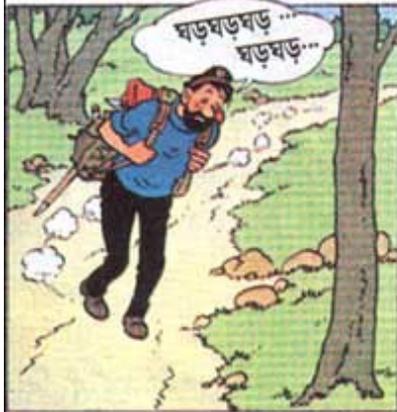
ঘড়ঘড়ঘড় ···
ঘড়ঘড়···

আরে প্রোফেসর, তুমি এখানে কী করছ ?
ছাতাটা খুঁজছি ।

এই দ্যাখো, আমার কাছে কত ছাতা ! কোন্‌টা নেবে নাও !
ধুত্‌, এতে আমার চলবে না !

এইবারে কিস্তিমাত !

আমি··· আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ! স্বপ্ন দেখছিলুম ! এক বীভৎস স্বপ্ন !

সেই রাত্তিরে···

উঃ, পায়ে ভীষণ ব্যথা ! সকালে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে ! গুডনাইট !
গুডনাইট, সাহেব !
গুডনাইট, ক্যাপ্টেন !

আমার চোখ দুটি সুন্দর,
আমার মন আরও সুন্দর !

এ যে কাস্তাফিয়োরের গলা ! সেই বুড়ি কি আমাদের পিছু নিয়েছে ?
মালবাহীরা ট্রানজিস্টর বাজাচ্ছে
তোমার সঙ্গে এবার আমি বাঁধব আমার ঘর !
হুম, ট্রানজিস্টর বাজানো বার করছি !
ক্যাপ্টেন, দড়ি সাম্‌লে !
ধন্যবাদ !
তেপান্তরের মাঠে মোরা বাঁধব সুখের ঘর !
ওহে, তোমরা কি ট্রানজিস্টর বাজিয়ে আমাদের ঘুমের বারোটা বাজাবে ?
হিমালয়ে এসেও শান্তি পাবার উপায় নেই ? আশ্চর্য !
জুই-ই-ই-ই-ইং
?
দিয়েছি ব্যাটাদের তাঁবুর দড়ি কেটে ! এখন বুঝুক ঠ্যালা !
পরদিন সকালে…
ক্যাপ্টেন আবার ঘোড়দৌড় লাগিয়েছে !
নদী পার হতে হবে
ঝপাস করে না জলের মধ্যে পড়ে যাই !
না, এ-যাত্রায় বেঁচে গেলুম বোধহয় !
আর মাত্র কয়েক গজ !
ক্যাপ্টেন পড়ে না যায় !
ঝপাস

জলে পাথর ফেলে আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল !
ঝপাস
হোহো !
দ্যাখো হে, এপারে চলে এসেছি, কিন্তু পা পর্যন্ত ভেজেনি !
শাবাশ ক্যাপ্টেন, কিন্তু এই ব্রিজটা নয়, থারকে বলছিল যে, পরের ব্রিজটা পেরোতে হবে !
সে কী !
আরে দূর, ভাল করে বুঝিয়ে বলবে তো !
পড়বে কি পড়বে না ?
এই রে !
পড়বে !
পড়ুক !
হ্যাঁ, হামাগুড়ি দাও !
মহা চালাক !
ওরে বাবা রে, পড়ে না যাই !
পরে...
বড্ড তেষ্টা পেয়েছে !
জল খাওয়া যাক !
স্বাদটা সুবিধের নয় !
আরে, ওই জল খেলি নাকি ?
?

ওটা তো হুইস্কি ! ওটা খেলে মানুষের মতো নচ্ছার হয়ে যেতে হয় !

একবার যখন খেয়েছিস, চালিয়ে যা !

ওই দ্যাখ, বোতল থেকে মদ গড়াচ্ছে ! খা ! খা !

আরে, কুত্তাটা অমন করছে কেন ?
?

ব্যাটা মাতাল হয়ে গেছে !
!
?

উঁচুতে উঠে মাথা ঘুরছে বোধহয় !

আরে, এ কী !
সর্বনাশ !
চারজন মিলে হল্লা করছ কেন ? কী হয়েছে ?

কুট্টুস !

সর্বনাশ ! কুট্টুস তো মাথা ঠুকেই মরবে !
যাক, জলে পড়েছে !
ওই আবার ভেসে উঠেছে !
ব্রিজের দিকে এগোও ! ওকে বাঁচাতেই হবে !
তাড়াতাড়ি পৌঁছলে বাঁচাতে পারব !
যাক, ধরতে পেরেছি !
খানিক বাদে···
যাক, মাতালটাকে তা হলে বাঁচাতে পেরেছ !
মাতাল ?
তুমি ভাবছ, উঁচুতে উঠে ওর মাথা ঘুরছে ! তা নয়, আমার হুইস্কির বোতল ভেঙেছে ! আর পথে যা পড়েছে, তা-ই চেটে খেয়েছে কুট্টুস !
ফের বজ্জাতি করলে তোমাকে আর বাঁচানো হবে না !
পথ আর ফুরোয় না । শেষে···
এ হল শোর্তেন । লামাদের চিতাভস্ম রাখা হয় ।
দাঁড়ান সাহেব !
কী ?
থামুন
?
?
থামুন !
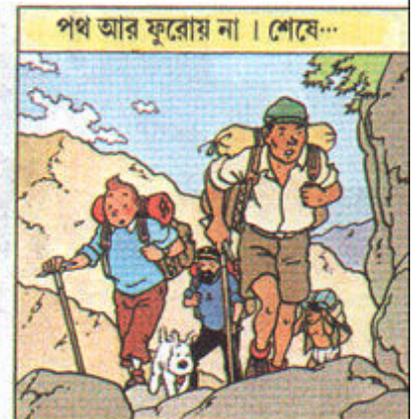
ব্যাপার কী, থামতে বলছ কেন ? আবার কী করলুম ?

শোর্তেনের ডান দিক দিয়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে !
তার মানে ? কোনও বেআইনি কাজ তো করছি না !

শোর্তেনের ডান দিক দিয়ে গেলে প্রেতাত্মা খেপে যায় ! এ হল অলুক্ষুনে ব্যাপার !
ঠিক আছে বাবা, বাঁ দিক দিয়েই যাচ্ছি !

যত্ত সব কুসংস্কার !

হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন !

থামো ক্যাপ্টেন, থামো !

থামা যাচ্ছে না যে !

বাঁ দিক দিয়ে যান, সাহেব !

বাঁ দিক দিয়ে··· বাবা রে !
বাঁ দিক দিয়ে···

যাক বাবা, বোতলটা ভাঙেনি !
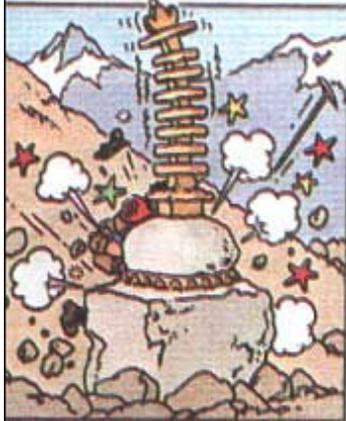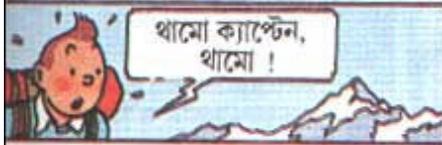
পরদিন সকালে···
এ যে বিশাল জঙ্গল···
দু'ঘণ্টা বাদে···
এ-রকম গাছ মার্লিনস্পাইকে লাগালে দিব্যি হত···
সেইদিন বিকেলে···
?
পচা ফল ! গাছ থেকে পড়েছে
কিন্তু কোন্ গাছ থেকে পড়ল ?
পরদিন রাত্তিরে···
এখানেই তাঁবু খাটাব !
তুষারের রাজ্যে এসে পড়েছি !
পাহাড়ের ওদিকে তিব্বত ! ওরই কাছে বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছে ! কাল যাব ! এখন শাম্পা খাওয়া যাক
শাম্পা বস্তুটা আসলে কী ?
চা আর মাখনের সঙ্গে বার্লির মণ্ড ।
হু—হু—অ—অ
কিসের শব্দ ?
ইয়েতি ! ইয়েতি···ইয়েতি চিৎকার করছে
ইয়েতি···মানে তুষারমানব
ভৌ-ভৌ

হাহাহা ! তুষারমানব কি সত্যি আছে নাকি ? যত্ত সব গাঁজাখুরি গপ্পো ! এর পরে শুনব পক্ষিরাজ ঘোড়াও আছে !

হেসো না, সাহেব । ইয়েতি আছে । আমি দেখিনি, কিন্তু শেরপা আনসেরিং দেখেছে ! দেখেই সে পালিয়ে এসেছিল ।
কেমন দেখতে ?

ওরেব্বাবা ! ভীষণ বড় ! ভীষণ জোর ! এক ঘুসিতে চমরী-গাই মেরে ফেলতে পারে ! মানুষ মেরে চোখ খুবলে নেয় !

হু-হু-উ-অ-অ-অ-অ

ঘাবড়াও মাত !... ও হচ্ছে বাতাসের শব্দ ! ইয়েতি বলে কিস্‌সু নেই ! থাকবার মধ্যে বোতলটা আছে
ওটা না-খুললেই চলছে না !

সাহেব, খেয়ো না !
কেন খাব না ? আলবাত খাব !

ওরেব্বাবা, ওর গন্ধ পেলেই ইয়েতি এখানে চলে আসবে ! ইয়েতি ছাং খায় ।
ছাং ? সেটা আবার কী ?

ছাং খেলে নেশা হয় । ছাং খাবার জন্যে ইয়েতিরা গ্রামে গিয়ে হানা দেয় । তারপর কলসি-কলসি ছাং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ।

আর লোকেরা তখন বেঁধে ফেলে, কেমন ?

হ্যাঁ । কিন্তু জেগে উঠে দড়ি ছিঁড়ে তারা পালিয়ে যায় !

ঠিক আছে । তা হলে ঘুমিয়ে পড়াই ভাল !

ইয়েতি আসুক আর যা-ই আসুক, আমার ঘুম ভাঙবে না !

উরে বাবা রে !

উরে বাবা রে !

আমার দাড়ি এই চেনে আটকে গেছে !

টান মারলেই খুলে যাবে !
ঠিক আছে !
উঃ !

সকাল হল…

কিছু কি এখানে পড়ে রইল !

মনে পড়েছে ! হুইস্কির বোতল !

রাত্তিরে যেখানে শাম্পা খাচ্ছিলুম, সেখানেই পড়ে আছে !

কোথায়, নেই তো !
গররর

ওহে টিনটিন, বোতলটা কি তুমি তুলে রেখেছ ?
আমি ?

তুমি ওটা তাঁবুতে নিয়ে যাওনি ?…থার্কেকে জিজ্ঞেস করো…

না, সাহেব ! আর-কেউ নিয়েছে !

না, সাহেব !
আমি তো দেখিইনি !
আমরা কেউ কিছু জানি না !

তা হলে কি পাখা গজিয়ে বোতলটা উড়ে গেল ?
না, সাহেব, বোতলের পাখা গজায় না !

নিশ্চয়ই ইয়েতি এসে নিয়ে গেছে !
ও-সব গাঁজাখুরি গপ্পো আমাকে শুনিও না !

চলো, এখনও অনেক হাঁটতে হবে !

না, আমরা আর এক পা'ও যাব না

তার মানে ? যাবে না মানে ?
ইয়ার্কি নাকি ?
না, সাহেব, আমরা গাঁয়ে ফিরে যাব ।
ইয়েতির হাতে মরতে চাই না । বোতলে যা ছিল, তা খেয়ে ইয়েতি আরও বিগড়ে গেছে।
ইয়েতি বোতল নিয়েছে ? তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ ?
একে তো যেতে চাইছে না, তায় ভাবছে, এই আষাঢ়ে গপ্পো আমি বিশ্বাস করব !
আমি ওদের বোঝাচ্ছি !
ইয়েতি হুইস্কি খায় ? এর পরে বলবে, ইয়েতি বাঁশি বাজায় ! হুঃ !
কী হল ? বোতলের হদিস পেলে ?
না, তবে ওরা ফিরে যাবে না । বললুম যে, ফিরে গেলে সবাই ভিতু বলবে । তখন রাজি হল ।
ওহে টিনটিন, কুট্টুস অমন করছে কেন ?
তাই তো !
ওরে কুট্টুস, অত রেগে গেলি কেন ?
গররর
আরে !
?
?
আরে, এই কি ইয়েতির পায়ের ছাপ ?
গররর গররর

এটা ইয়েতির পায়ের ছাপ ? হোহো, ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পেলে না ? জেনে রাখো, এ-ছাপ ভাল্লুকের পায়ের !

তোমরা আমার পিছন-পিছন এসো ! শিগগিরই ভাল্লুকের দেখা মিলবে !
সাহেব, কাজটা ভাল করছেন না !

আরে ধুত, ইয়েতি-ইয়েতি বলে কান ঝালাপালা করে দিলে গো !

আরে আরে আরে, এই তো আমার হুইস্কির বোতল !

বিলকুল ফাঁকা !

এ-কাজ কে করল ?

কে আমার হুইস্কি চুরি করে খেয়েছিস ? ওরে হিপোপটেমাস, ওরে ডিপ্লোডোকাস, ওরে ব্রন্টোসরাস, জবাব দে !

ওরে বেবুন, ওরে নরখাদক, সাহস থাকে তো এগিয়ে আয় !

ওরে আম্মস্তরী, ওরে জাম্ববান, জবাব দে !

কী রে, ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিস ?

চেঁচাবেন না, সাহেব ! বরফ !
এগিয়ে এসে লড়ে যা !

ডাইনোসরাস !
আরও বরফ পড়তে পারে !
টেরাডাকটিল !
কুলিরা সবাই পালিয়েছে !
হো-ও-ও-ও-ও !
ওরে, ফিরে আয় রে তোরা !
আয় রে তোরা···
রে তোরা···
তোরা···
উপর থেকে কে কথা বলছিস?
কেউ না, ওটা প্রতিধ্বনি !
ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখে ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে ! তা হলেতো এগোনো যাবে না ।
ভিতু, কাপুরুষের দল ! নির্লজ্জ !
?
কিন্তু থার্কে, এতটা এসে এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না ! প্রায় তো পৌঁছেই গেছি !
কী করে এগোব ? মাল কে বইবে ?
যেটুকু না হলেই নয়, শুধু সেইটুকু সঙ্গে নেব ! থার্কে, যেমন করেই হোক, চ্যাংকে বাঁচাতে হবে !

পরদিন সকালে···
প্রায় পৌঁছে গেছি···
ওই সেই এরোপ্লেন····
ও-প্লেনের কারও বেঁচে থাকা সম্ভব নয় !
হুম্ !
এই বরফের রাজ্যে কে বেঁচে থাকবে ?
সত্যি, বেঁচে থাকা অসম্ভব !
?
দ্যাখো তো !
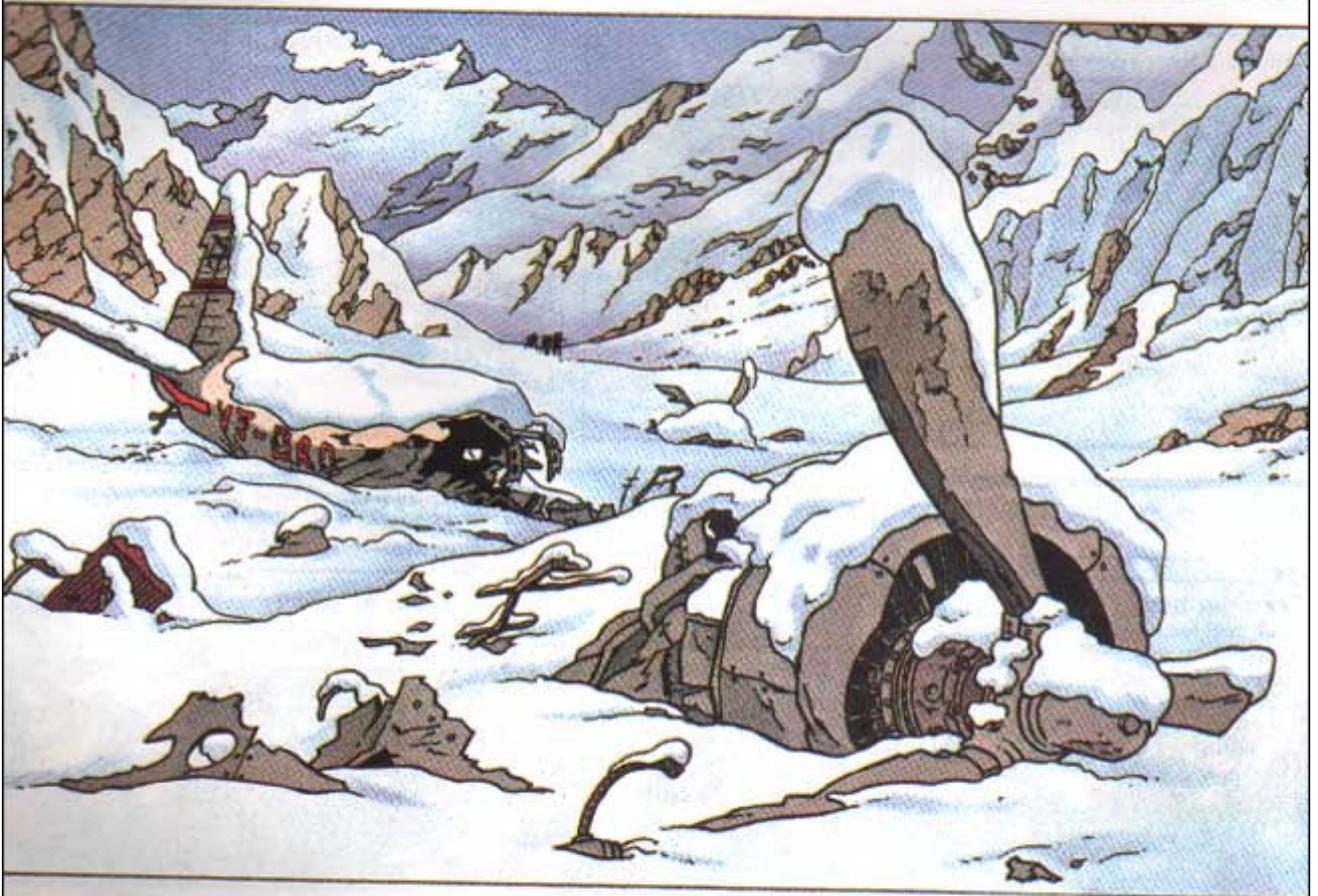
এটা বোধহয় চ্যাং উপহার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিল....
আহা-হা, বোলো না, বোলো না, আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে !
হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা-চ্চো !
সাহেব, বরফের ধস নামবে !
কুট্টুস নিশ্চয়ই খাবার খুঁজে পেয়েছে !
তাই তো !
মুরগি-রোস্ট !
গররর্
ও তো বরফ হয়ে গেছে ! দাঁত ফোটাবি কী করে ?
গররর্
গররর্
এখানে রাত কাটিয়ে কাল ফিরে যাব ।
আমি একটু ও-দিকটা দেখে আসতে চাই ।
আমি চ্যাং হলে ওইদিকে কোনও পাথরের খাঁজে আশ্রয় নিতুম !
আর কত হাঁটব ? পা যে আর চলছে না !
কিন্তু ওখানে আশ্রয় নিয়ে থাকলে তো আমাদের দেখে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল...
রেস্কু-পার্টির দৃষ্টিই বা সে আকর্ষণ করেনি কেন ?
এ তো একটা গুহা !
গররর্

গুহার মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওরে কুট্টুস, একটু থাম তো!

গররর্

উউউউউউউউ
!

ঝোড়ো বাতাস বইছে···

পাথরের গায়ে কী যেন খোদাই করা রয়েছে···
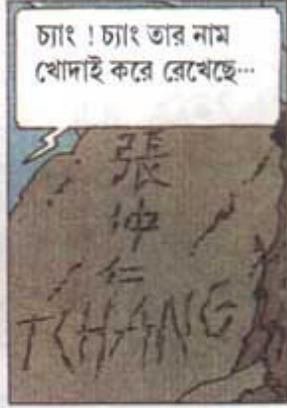
চ্যাং! চ্যাং তার নাম খোদাই করে রেখেছে···
張仲仁
TCHANG

তা হলে তো সত্যিই চ্যাং মারা যায়নি! বিমান-দুর্ঘটনার পরে এই গুহার মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল! কিন্তু গেল কোথায়? এরই কোনও অন্ধকার কোনায় লুকিয়ে নেই তো?

চ্যাং!
চ্যাং!

!
ঝন্!
ঠং!
কেঁউউ!

যাব্বাবা, চিৎকার করতেই বরফের চাঙড় খসে পড়ল!
ঠং!
কেঁউউ!

নাঃ, কিছু দেখা যাচ্ছে না! চল্, তাঁবুর থেকে টর্চটা নিয়ে আসি।

আরে, তুষার পড়ছে!

যাব্বাবা, কিছুই যে ঠাহর করতে পারছি না!

দু'ঘণ্টা বাদে···
নাঃ, পাত্তা নেই!

বাইরে বেরিয়ে ভুল করেছি ! গুহার মধ্যেই থাকা উচিত ছিল !
ক্যাপ্টেন !
না, বাতাসের শব্দে আমার গলা ডুবে যাচ্ছে ! এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ! কী হবে রে কুট্টুস ?
বসে পড়লেই মারা পড়ব !
!
ফাটল ! আর-একটু হলেই ওর মধ্যে পড়তুম !
!
কুট্টুস, হুঁশিয়ার ! আমার পিছু-পিছু আয় !
বেঁচে গেছি !.... নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন !
ক্যাপ্টেন ! আমি এখানে !
ক্যাপ্টেন ! এই যে আমি !
আরে, শুনতেই পেল না ! আশ্চর্য তো !
!
ও ক্যাপ্...
?
দু'ঘণ্টা কেটে গেল...
ভৌঔঔঔঔঔঔঔঔ

ঝড় একটু কমেছে, তাই না ?
শ্‌শ্‌ !···শুনতে পাচ্ছেন ?

উউউউউউউউ
ইয়েতি
এখানেও এসেছে ?

উউউউউউউউ
ইয়েতি-ব্যাটা আমারই হুইস্কি খেয়ে আমারই তাঁবুর কাছে হল্লা করছে !

কিন্তু না, ইয়েতির চিৎকার নয় গলাটা আমার চেনা ! চলো, বাইরে গিয়ে দেখা যাক !

উউউউউউউউ
শোনো !

এ-গলা কুট্টুসের ! নিশ্চয়ই টিনটিনের কিছু হয়েছে !

চলো থার্কে, এক্ষুনি চলো !
দড়ি আর টর্চ নিয়ে যেতে হবে, সাহেব !

উউউউ···উউউউ···
ওই !

কুট্টুস ! এ কী অবস্থা তোর !··· টিনটিন কোথায় ?
উউউ···

এইখানে, সাহেব !···গর্তে পড়ে গেছেন !
সর্বনাশ !

টিনটিন ! টিনটিন !

উত্তর নেই ! থার্কে, গর্ত থেকে ওকে তুলতেই হবে

সাহেব, দড়ি ধরে আপনি আমাকে গর্তে নামিয়ে দিন !
ঠিক ।

সাহেব, দড়ি যেন ছেড়ে দেবেন না !
আরে না, ছাড়ব না !

ক্যাপ্টেন !…ও ক্যাপ্টেন !
মোলো যা, এখন আবার কে জ্বালাতে এল !

কিন্তু…গলাটা যেন চেনা লাগল !

টিনটিন !…হুররে, টিনটিন !
ক্যাপ্টেন, দড়িটা ছেড়ে দিও না !

ক্যাপ্টেন, দড়িটা ধরো !
ও হ্যাঁ… দড়ি ।

খানিক বাদে…
ফাটলে পড়ে যাই । বরফের দেওয়ালে ধাক্কা লাগে । তারপর মাথায় চোট লাগতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম ।

তারপর জ্ঞান ফিরতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোই । বরফের উপর দিয়ে ক্রমে উপর-দিকে উঠতে থাকি । একসময়ে বাইরে বেরিয়ে তোমাকে দেখতে পাই…

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না । তুষার-ঝড়ের মধ্যে কাছেই দেখতে পেয়ে তোমাকে ডাকলুম, তুমি সাড়াও দিলে না !
কিন্তু ঝড়ের সময়ে আমি তো বাইরে বেরোইনি !

তা হলে বোধ হয় থার্কেকে দেখেছিলুম !
না সাহেব, আমিও তো তাঁবুর মধ্যেই ছিলুম !
তা হলে আমি কাকে দেখলুম ?

সাহেব,আপনি ইয়েতি দেখেছেন! সেই ছায়ামূর্তি ইয়েতির ! চলুন, এক্ষুনি নীচে নামতে হবে ! নইলে বিপদ ঘটবে !
না, থার্কে ।

গুহার মধ্যে একটা পাথরে চ্যাং তার নাম খোদাই করে রেখেছে । তার মানে সে বেঁচে আছে । চলো, আর-একবার ওই বরফের গুহায় যাওয়া যাক ।
কাল সকালে যাব ।

পরদিন ভোরবেলায়···
গুহাটা তো এখানেই ছিল । তুষার-ঝড়ে সব উলটে-পালটে গেছে !

মনে হচ্ছে, গুহাটাকে পিছনে ফেলে এসেছি । ফেরা যাক ।

দু ঘণ্টা ধরে খুঁজে মরছি ! কোথায় তোমার গুহা ! বিশ্রাম করা যাক । বড্ড ধকল যাচ্ছে !
পরে ।

আমি আর পারছি না ! এই আমি বসে পড়লুম !

?

এই তোমার গুহা । ঠিক খুঁজে বার করছি

এই দ্যাখো সেই পাথর !

কিন্তু চ্যাং এখন আছে কোথায় ?
সেই কথাই তো ভাবছি, থার্কে ।

আমার বিশ্বাস, ইয়েতি তাকে খতম করে খেয়ে নিয়েছে ।
?

খেয়ে ফেললেও তার চিহ্ন থাকত ।
!

ওই তার হাড় !
!
আরে দূর, এ-হাড় অন্য কোনও প্রাণীর ।
এ-সব হাড় পাখি আর ইঁদুরের ।
ওঃ, ইয়েতিটা দেখা হাড়ের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে !
তা হলে ইয়েতি হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে চ্যাংকে খেয়েছে ।
ওঃ, ইয়েতি-ইয়েতি করে কান ঝালাপালা করে দিলে !
ওরে ইয়েতি, কোথায় আছিস রে তুই ? বাপের ব্যাটা হলে চলে আয় ! তোকে উচিত-শিক্ষা দেব !
চলুন সাহেব, আমাদের আর কিছু করার নেই ।
কী রে, লুকিয়ে আছিস কেন ?
তা ছাড়া, চ্যাং যদি বেঁচেও থাকে তো...
তাকে খুঁজব কোথায় ? এইদিকে ? নাকি...
ওইদিকে ?
ঠিক আছে, থার্কে, তোমার কথাই হয়তো সত্যি । চলো, কাল সকালেই আমরা নীচে নেমে যাব ।
পরদিন সকালে...
চলো টিনটিন, নামা যাক । আর তো কিছু করার নেই...
বিদায়, চ্যাং ! ... বিদায় !

চলে এসো টিনটিন !

থার্কে ! ক্যাপ্টেন ! থামো ! দ্যাখো তো, পাহাড়ের খাঁজে ওই হল্‌দে জিনিসটা কী ?

হল্‌দে জিনিস ? কোথায় ?
ওই ওখানে ! ভাল করে দ্যাখো !

শিগগির দূরবিনটা বার করো ! শিগগির !

ছেঁড়া কাপড়···না, একটা স্কার্ফ !

থার্কে, হল্‌দে একটা স্কার্ফ ! পাহাড়ের খাঁজে আটকে আছে !

ঠিক বলেছেন সাহেব !
স্কার্ফ ? কোথায় ?

চ্যাং বেঁচে আছে ! ওই স্কার্ফই তার নিশানা ! চলো, দেখা যাক !
কই, কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না !

না, সাহেব, দুর্ঘটনার জায়গায় আপনাদের পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি উপরে উঠতে পারব না ! চ্যাং বেঁচে নেই !
নিশ্চয় বেঁচে আছে !

ওটা কোনও প্রমাণ নয় ! খাড়া-পাহাড়ে উঠতে পারব না !
তা তো হল, কিন্তু স্কার্ফটা কোথায় ?

ওই খাড়া পাহাড়ে উঠতে হলে অনেক রকমের সরঞ্জাম চাই ! চ্যাং ওখানে ওঠেনি !
স্কার্ফটা এল কী করে ?
কিন্তু কোথায় স্কার্ফ ?

ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গিয়ে ওখানে আটকে আছে ! কিংবা ইয়েতি ওটা ওখানে তুলে নিয়েছে ! মোট কথা, চ্যাং বেঁচে নেই !

আরে ধুত, স্কার্ফটা কোথায় ?

ওরে বাবা ! এ কী ব্যাপার ! এ কী দেখলুম রে ! ওরে বাবা ! এ যে ইয়েতি !

ইয়েতি ? সত্যি ?

ওরে বাবা, বিশাল বাঁদর ! মাথাটা নারকেলের মতো ! আমার দিকে চোখ পড়তেই পাঁই করে পালিয়ে গেল !
হোক ইয়েতি, তবু যাব !
যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, তবে আমিও যাব ! গিয়ে ব্যাটাকে আচ্ছা করে পেটাব ! ব্যাটা আমার হুইস্কির বোতল চুরি করেছিল !

আরে থার্কে, তুমি ?
না সাহেব, আমি যাব না ! যাওয়াটা নেহাত বোকামির ব্যাপার হবে !

তা হলে বিদায় থার্কে । তবে তার আগে তোমার পাওনা মেটাতে হবে !
তুমি মেটাও, আমি জল গরম করি ।

স্টোভ ধরাতে পারবে তো ?
আরে, স্টোভ ধরাতে তো বাচ্চারাও পারে !

পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ ; পাঁচ-আটে চল্লিশ ; অর্থাৎ পঁচাত্তর । তারপর...
হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো পাওনা মিটিয়ে দাও !

বুম

বাবা গো !

মিনিট কয়েক বাদে...
তা হলে বিদায় থার্কে ! অনেক অনেক ধন্যবাদ !

প্রার্থনা করি, আপনারা যেন নিরাপদে ফিরতে পারেন !
ধন্যবাদ থার্কে...বিদায় !

এবারে ওই হলুদ স্কার্ফের দিকে যাব !

আরে ক্যাপ্টেন, কী করছ ?

টিনটিন ! আইস-অ্যাক্সে এ কী হল ?

ভয় নেই ক্যাপ্টেন, এ হল সেন্ট এলমো'জ ফায়ার ! আবহাওয়ার জন্যে এমন হয় ! জাহাজের মাস্তুলেও এমন হয়ে থাকে । দেখেছ নিশ্চয় ?

তাই বলো, আমি ভাবলুম বাজ পড়েছে !

দাঁড়াও, আমি আসছি !

আগে দড়ি বাঁধি । তারপর কিছু মাল নামিয়ে দিই । কুট্টুসকে কাঁধে নিতে হবে ।

মিনিট কুড়ি বাদে···
এই তো সেই হলদে স্কার্ফ !

এতে রক্তের ছিটে লাগল কী করে ?
বেশ, ধরে নিচ্ছি, এটা চ্যাংয়ের স্কার্ফ । তা হলে এখন কী করতে বলো ?

এই পথ ধরেই আমাদের চুড়োর দিকে উঠতে হবে ।
এর নাম পথ ? ···ঠিক আছে ।

হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন !

ধুর ধুর, এই কি ভদ্রলোকের কাজ ?

!
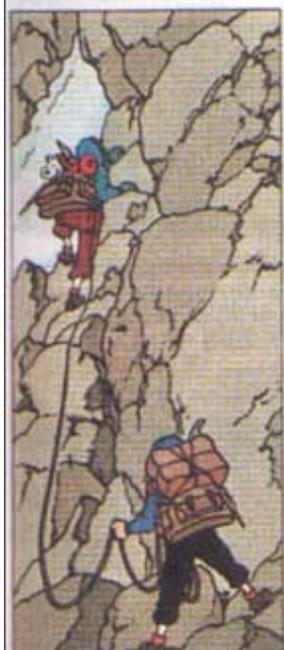
বাবা রে !

খুব বেঁচে গেছি ! ভাগ্যিস দড়িটা ছিল ! নাইলনের দড়ি, অতি পোক্ত জিনিস ! তা এবারে আমাকে টেনেটুনে ওপরে তুলে নাও !

তোমাকে টেনে তুলতে গেলে দুজনেই মারা পড়ব !
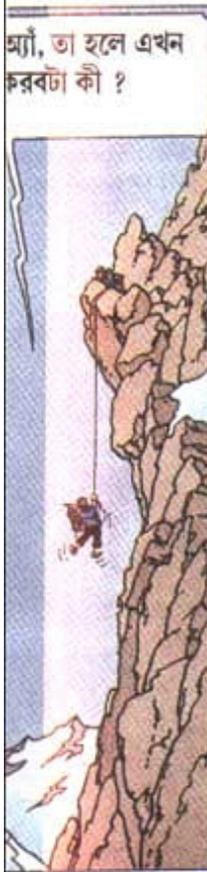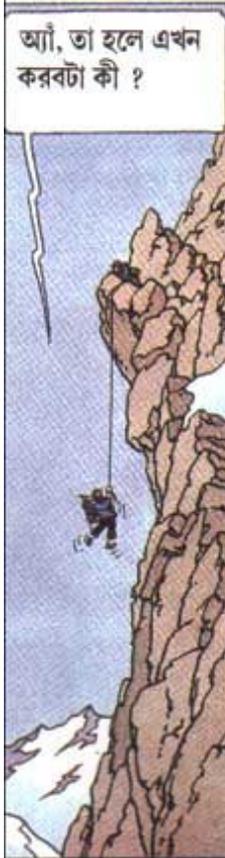
অ্যাঁ, তা হলে এখন করবটা কী ?

এইভাবেই শূন্যে ঝুলে থাকতে হবে ? এ তো মহা মুশকিল হল !

নাঃ, অসম্ভব ব্যাপার ! এদিকে শীতেও জমে যাচ্ছি !····টিনটিন, কতক্ষণ টেনে রাখতে পারবে আমাকে ?

বেশিক্ষণ না । আমিও শীতে জমে যাচ্ছি তো ! ভীষণ দুর্বল লাগছে !

ক্যাপ্টেন বুঝতে পারছে না, প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে দড়িটা আমার শরীরে কেটে বসছে !

অর্থাৎ আমরা দুজনেই মরব ! তার চেয়ে বরং দড়িটা কেটে দিয়ে নিজেকে বাঁচাও !

তা হয় না ! মরলে একসঙ্গে মরব !

ধুত ! দুজনে মরার চেয়ে একজন মরা ভাল । দড়িটা কেটে দাও !
প্রাণ থাকতে তা করব না !

তা হলে আমি আমার ছুরি দিয়ে দড়ি কাটছি !

আরে, শীতে আঙুল অসাড়, ছুরিটা পর্যন্ত খুলতে পারছি না !

খবর্দার ক্যাপ্টেন ! দড়ি কেটো না !
দড়ি কাটলে আমি মরলেও তুমি বাঁচবে !

যাচ্ছলে ! পড়ে গেল !

?!

হো ক্যাপ্টেন !

হো টিনটিন !
?

আমি থার্কে !
থার্কের গলা ! তা হলে আর ভয় নেই !

কিছুক্ষণ পরে...
কিন্তু থার্কে, তুমি তো চলে গিয়েছিলে, ফিরে এলে কেন ?

আমার মনে হল, আপনারা যদি এক বন্ধুর জন্যে জীবন বিপন্ন করতে পারেন, তবে আমিই বা পারব না কেন ? নিজেকে কাপুরুষ ভাবতে ভাল লাগে না, তাই ফিরে এলুম...
তা হলে এবার এগোনো যাক !

সেই রাতে...

ঝড় উঠছে ! পাথরের আড়ালে তাঁবু খাটান !

পাথর চাপা না-দিলে তাঁবু উড়ে যাবে !
তাড়াতাড়ি পাথর আনো !

উড়ে গেল !

এসো থার্কে ! ছুটে এসো !

অর্থাৎ আমরা দুজনেই মরব ! তার চেয়ে বরং দড়িটা কেটে দিয়ে নিজেকে বাঁচাও !

এখানে থাকলে শীতে জমে যাব ! মারা পড়ব ! আর নয়…

চ্যাংয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে হবে !
হায় চ্যাং !

দু' দিন বাদে…

আর পারছি না ! তিন দিন সমানে হাঁটছি…ঘুম নেই… নাঃ, আর পারা যাচ্ছে না, অসম্ভব !

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা স্নো-লাইনের নীচে নেমে যাব !
আমি পারছি না, তোমরা যাও !

অল্প একটু ব্র্যান্ডি বাঁচিয়ে রেখেছি। খেয়ে নাও, জোর পাবে।
না রে, ভাই, পুরো এক বোতল খেলেও নড়তে পারব না !

টিনটিন-সাব !
…টিনটিন-সাব ! …দেখুন !

একটা মঠ ! …বেঁচে গেছি !
ওখানে ঘুমুনো যাবে !

ওঠো ক্যাপ্টেন ! একটা মঠ !
কাকে ডাকছ ? আমি বেঁচে নেই !

চড়চড়চড়াত
বরফ ফাটছে ! নেমে আসুন !

চড়চড়াত

ঘ্রড়াড়াড়ামম্‌

ঘ্রড়াড়াড়ামম্‌

শ্বেত বর্ণের দেবী ক্রুদ্ধ হয়েছেন । এ তারই লক্ষণ ।
কী বলছেন প্রভু ! এর মধ্যে দেবীকে টানছেন কেন ? এ তো বরফের ধস নামছে

!?

দ্যাখ, প্রভু শূন্যে ভর করে উঠছেন ! কিছু দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয় !

চোখে দেখতে পান না, অথচ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ! আশ্চর্য ব্যাপার
চুপ চুপ ! প্রভু কী যেন বলছেন

তিনটি মানুষ দেখছি । একজনের বয়স খুব কম, কিন্তু তার হৃদয়টা খুব বড় । সঙ্গে একটা সাদা ছোট্ট কুকুর । ওদের খুব বিপদ ।

কম বয়সের ছেলেটা পা টেনে-টেনে হাঁটছে। দারুণ ক্লান্ত । ওই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

উরে বাবা !

ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ

!

ম্‌ম্‌ম্‌বা

ওরে বাবা ! ওই দৈত্যটা এবার টিনটিনকে খেয়ে ফেলবে !
মা গো !
ভৌ ! ভৌ !
আরে, একটা চমরি গাই !
অন্যদের বাঁচাতে হবে ! ওই মঠে পৌঁছতে হবে !
কিন্তু পা মচকে গেছে ! হাঁটতে পারছি না ! কী হবে ! হায় ভগবান !
কুট্টুস, একমাত্র তুই আমাদের বাঁচাতে পারিস । এই চিরকুট নিয়ে মঠে চলে যা, লোকজন ডেকে নিয়ে আয় !
যা রে কুট্টুস, তাড়াতাড়ি যা ! একমাত্র তুই-ই ভরসা !
চিরকুট নিয়ে মঠে যাব! চিরকুট নিয়ে মঠে যাব! চিরকুট নিয়ে···
আরেব্বাস ! দুর্দান্ত একটা হাড় ! এমন হাড় জন্মে দেখিনি !
চিরকুট নিয়ে মঠে যাও কুট্টুস ! কর্তব্য করো !
কর্তব্যের নিকুচি করেছে ! আগে হাড়টা চেটে দ্যাখো !

যাঃ, চিঠিটা ?
হারিয়ে গেছে !
টিনটিন কী বলবে !
এখন একটা কাজই করতে পারি…
চিঠি ছাড়াই মঠে যাব ! গিয়ে লোকগুলোকে বাধ্য করব পিছু-পিছু আসতে !
আধ ঘণ্টা বাদে…
লোবসাং তার কাজ সেরে ফিরছে…
আরে, এই কুকুরটাকে তো এ-দিকে কখনও দেখিনি ।
ভৌ ! ভৌ !
আরে, কী চায় এটা ! হ্যাট্, হ্যাট্ !
টিনটিনকে বাঁচাতে হবে ! এসো !
পাগলা কুকুর ! বাঁচাও !
আরে, ভয় পাচ্ছ কেন !
বাঁচাও ! বাঁচাও
পাগলা কুকুর ! বাঁচাও !
বাঁচাও !
ভৌ ! ভৌ !
ওটাকে কোণঠাসা করতে হবে !
কোণঠাসা করেছি । এবারে লাঠি চালাব !
ভৌ ! ঘ্যাঁক ! ভৌ !

মেরো না ! কুকুরটাকে মেরো না !
?
?

এটাই নিশ্চয় সেই সাদা কুকুর, প্রভু যাকে দিব্যদর্শনে দেখেছিলেন !

সাদা পাহাড়ে কেউ বিপদে পড়েছে নিশ্চয় । চল্, চল্, এগিয়ে গিয়ে দেখি !

দ্যাখ্, কুকুরটাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে !

দু'দিন বাদে...
ঢং

ঢং
ঢং
ঢং
ধুত ! দিলে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে !

উঃ, মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে !

!?

ওরে বাবা, এ কোথায় এলুম !

বুঝেছি, এটা একটা মঠ ! কিন্তু...

এখানে আমি এলুম কী করে ?

!?

আরে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে !

বাচ্চা-বাচ্চা সন্ন্যাসীরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ! দিব্যি মজা !

সবাই ফূর্তিতে আছে, কিন্তু আমার কথা কেউ ভাবছে না ! একবার বেরোতে হচ্ছে । কিন্তু জুতোজোড়া কোথায় ?

আরে, জুতোয় পা ঢুকছে না কেন ? জুতো ছোট হয়ে গেছে, নাকি পা বড় হয়ে গেছে ?

ঝনঝন
!

যাঃ, সব ভেঙে চুরমার ! কী হবে !

ওদিকে···
খোর-বিয়ং মঠে আপনাদের স্বাগত জানাই, কিন্তু আর-একজন কোথায় ?

আমাদের বন্ধু ক্লান্ত···তিনি এখনও ঘুমোচ্ছেন, মহাভিক্ষু ।

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আপনাদের নেশা । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনারা পাহাড়ে ওঠেন । কেন বলুন তো ?

মহাভিক্ষু, আমরা যশের জন্য, খ্যাতির মোহে পাহাড়ে উঠিনি । আমরা এসেছি, কেননা···

ঠক
ঠক
ঠক
?

জুতোজোড়া পরতে পারছি না । কারও কাছে একটা শু-হর্ন পাওয়া যাবে ?

বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য আপনারা প্রচুর বিপদ বরণ করেছেন । কুকুরটা না থাকলে মারাই পড়তেন আপনারা তাই না ?

হ্যাঁ, মহাভিক্ষু ।

চ্যাং-চ্যাং করে কেঁদে না-ভাসিয়ে এখন বাড়ি ফেরাই ভাল ।

সাহসী যুবা, তোমার সেই প্রিয় বন্ধুর দেখা আর তুমি পাবে না ।

এবারে তোমাদের স্বদেশে ফেরাই মঙ্গল । এখান থেকে কাল একদল লোক নেপালে যাচ্ছে । সেই পর্যন্ত তোমরা তাদের সঙ্গে যেতে পারো ।

বাঃ, খুব ভাল কথা, মহারাজ !

পরদিন সকালে···
আমরা নেপালের পথে রওনা হচ্ছি ।
ঠিক আছে, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব ।

বাব্বা, বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি ।
চ্যাংকে না-নিয়েই ফিরতে হচ্ছে !

অত চ্যাং-চ্যাং কোরো না তো ! যথেষ্ট হয়েছে !

আপনারা এটা ফেলে যাচ্ছেন ।
চ্যাংয়ের সেই স্কার্ফ !

কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন···

দেখছি···দেখছি···চমরী-শৃঙ্গ,তার নীচে গুহা··· চোখ···একটা ছেলে···এই স্কার্ফ তার···সে একটা গাছের ডালে আটকে আছে···
ওরেব্বাবা ! এ-সব কী !

শয়তানের হাতে বন্দী···খুব জ্বর···কে আসছে ? ভাল দেখতে পাচ্ছি না···ও কে ?
একটা ফোটো তুলে রাখলে হত !

বাবা গো ! মিগু !

যাচ্ছলে, ফোটো তোলবার সময়পাওয়াগেল না! মাটিতে নেমে পড়েছে !

বলুন চ্যাং কোথায় ? বলুন !
কে কোথায় ?
চ্যাং ! চ্যাং ! মানে যাকে আপনি গাছের ডালে দেখলেন ! কোথায় সে ?

আপনাদের কথার অর্থ বুঝতে পারছি না । এটা নিয়ে যান ।
কিন্তু...

উনি দিব্যদৃষ্টিতে চ্যাংকে দেখেছেন । চ্যাং বেঁচে আছে !
?

টিনটিন, এ-সব বুজরুকি বিশ্বাস কোরো না ! দিব্যদৃষ্টি বলে কিছু নেই ! চলো, বাড়ি ফিরে যাই !
না, উনি ঠিকই দেখেছেন !

বড় ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করা যাক ।
যত্ত সব !

চমরী-শৃঙ্গ নামে একটা পর্বতচূড়া আছে বটে । এখান থেকে তিন দিনের পথ । চারাবাং গাঁয়ের কাছে । আর কী বললেন ?
চোখ আর গুহার কথা বললেন ।

আপনি এ-সব উদ্ভট কথা বিশ্বাস করেন ?
কেন করব না ? বাইরের জগতের কাছে যা অবিশ্বাস্য, এমন অনেক-কিছুই এই তিব্বতে ঘটে থাকে ।

উনি বললেন, চ্যাং একটা গাছের ডালে আটকে আছে । বললেন, কে যেন এগিয়ে আসছে ! তারপরেই তিনি 'মিগু' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন ।
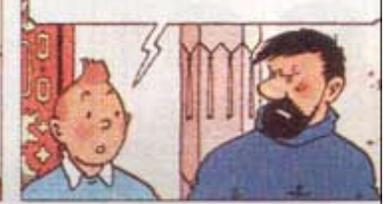
মিগু ? ঠিক শুনেছেন ? ইয়েতিকে আমরা এখানে মিগু বলি ।

তা হলে এখন কী করব ?
প্রভু কথা বলছেন । এখন ঢুকো না ।

তা হলে তো মুশকিল । মিগুর হাতে যদি বন্দী হয়ে থাকে, তবে তার উদ্ধার নেই !
!
?

চ্যাং ইয়েতির খপ্পরে পড়েছে ?···সর্বনাশ ! তাকে তো বাঁচাতেই হবে !
কে তাকে বাঁচাবে ? সে যে অসম্ভব !

দরকার হলে একাই যাব ! তাকে বাঁচাতেই হবে !

না, তুমি একা যাবে না ! আমিও যাব না ! ঢের হয়েছে, আর নয় ! এবারে তোমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমি দেশে ফিরব ! পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে ?

গোরুর শিঙের মতো চূড়াটা কোথায় ?
দয়া করে একে বোঝান যে, এটা পাগলামি, এটা হয় না, কিছুতেই না !

চারাবাং গাঁয়ের কাছে, তিন দিনের পথ । দু'দিন আগে ইয়েতি সেখানে একটা গোরু মেরেছে !
কী,ব্যাপার বুঝলে?

শোনো ক্যাপ্টেন, আমাকে যেতেই হবে। তুমি বরং থার্কের সঙ্গে ফিরে যাও । আমার কথাটা তোমাকে বুঝতে হবে । না-গিয়ে আমার উপায় নেই ।

ঠিক আছে, যেখানে খুশি যাও । আমি এ-সব পাগলামির মধ্যে নেই । আমি মালপত্তর গোছাতে চললুম, কাল সকালেই আমি দেশে ফিরব ।

কারও আমি ধার ধারি না !

চারাবাং···তিন দিন বাদে···
বিদেশী ! বিদেশী !

তোমাদের মোড়লের কাছে আমাকে একবার নিয়ে চলো তো !
এসো, এসো

গাইড পাবে না ! ওই পাহাড়ে মিগু থাকে ! বুঝলে ? মিগু !···মিগু !

আরে !
দ্যাখ !
?
আবার একটা !

এই, তোরা পিছু নিয়েছিস কেন ? যত্তসব দুষ্টু পাজি ছেলেমেয়ে !
আরে, এও সম্ভব ?

এই, ভাগ, ভাগ !
!

ক্যাপ্টেন, তুমি ?
হ্যাঁ, আমি ! এই বাচ্চারা আমাকে জিভ দেখাচ্ছে, বুঝলে ? কী শিক্ষা !

আরে দূর, এইভাবেই যে ওদের সম্মান জানাবার রীতি !...কিন্তু তুমি এলে কেন ?
আসব না তো কি পালাব ?

হ্যাঁ, তোমার ক্যামেরাটা আমার কাছে ছিল । সেইটে ফেরত দিতে এলাম । মঠের থেকে আমাকে একজন গাইড দেওয়া হয়েছিল, সে-ই পথ দেখিয়ে এনেছে ।
তা এখন কী করবে ?

এসেই যখন পড়েছি, তখন ভাবছি, মিগুর সঙ্গে এক হাত লড়ে গেলে মন্দ হয় না !
অর্থাৎ আমার সঙ্গে যাবে । কিন্তু ওই পাহাড়ে যাবার গাইড তো পাইনি ।

গোশৃঙ্গ ? ওরে বাবা ! ওখানে মিগু থাকে। গেলেই ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেবে !
পথটা অন্তত দেখিয়ে দাও।

এক ঘণ্টা বাদে...
এইখানে মিগু চমরীগাই মেরেছিল ।

ক্যাপ্টেন,আর গাইডের দরকার নেই । কুট্টুস গন্ধ পেয়েছে । ওই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ।

তুমি অনেক করেছ, এবারে বাড়ি ফিরে যাও । ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ।
তোমরাও ফিরে চলো ।

বিদায় বন্ধু ।

এসো ক্যাপ্টেন ! দেরি কোরো না ।
যাচ্ছি ।

?

হালুম !

কী করছ ক্যাপ্টেন ?
আসছ তো ?
আসছি, আসছি !

ছেলেটাকে একটু ভয় দেখিয়ে এলুম,এই আর কি

পরদিন সকালে...
আরে দূর-দূর, এইভাবে তুমি ইয়েতির গুহা খুঁজে বার করবে ?

বিচিত্র নয় । কুট্টুস গন্ধ পেয়েছে, গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এগোচ্ছে ! এবারে সেই শিঙের মতো দেখতে চূড়াটা খুঁজে নিতে হবে !
বেশ, খুঁজে নাও !

আরে, ওই তো ! চূড়াটা তো সত্যি চমরী-গাইয়ের শিঙের মতো

রাত হলে নিঃশব্দে ওই পাহাড়ের তলায় পৌঁছব । তাঁবুটা গোপন রাখা চাই !

তিন দিন বাদে...

ধেত্তেরি, তিন দিন হল চুপচাপ এখানে বসে আছি, কিন্তু মিগু-ব্যাটার পাত্তা নেই ! কী হে টিনটিন, কী করব এখন ?

পুরোহিত ওই শিঙের নীচে চোখের কথা বলেছিলেন । চোখের উপরে নজর রাখো, ক্যাপ্টেন । ছটফট কোরো না !

ছটফট কোরো না ! ধুত, কাঁহাতক এইভাবে বসে থাকা যায় ! কত বচ্ছর যে বসে থাকতে হবে, তাও জানি না !

হা-আ-আ-আ-আ !
!
?

ইয়েতি ! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ! পাহাড়ের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল !

ওই দিকে চলে গেল ! চলো ক্যাপ্টেন, এই সুযোগে ওর গুহায় যাব !
অ্যাঁ, কী করব ?

এই ফাঁকে ইয়েতির ডেরায় ঢুকে চ্যাংকে উদ্ধার করব !

তা হলে ক্যামেরাটা নিয়ে যাও !

ইয়েতির একটা ফোটো যদি তুলতে পারো, সাড়া পড়ে যাবে !

দেখা যাক !

থামো !

তুমি বরং এইখানে থাকো ! ইয়েতিকে ফিরতে দেখলে শিস্ দিয়ে আমাকে সাবধান করে দেবে !
ঠিক আছে ! ফোটোটা তোলা চাই !

!

এই তো গুহার মুখ !

টিনটিনকে একা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি ! কী হবে, কে জানে !
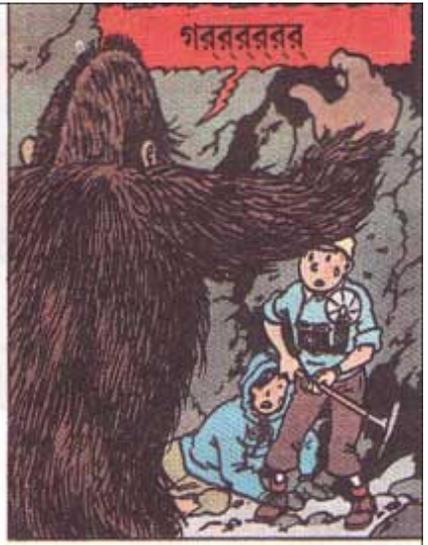
চ্যাং !···চ্যাং !

কে ?···কে ডাকছে আমাকে ?··· কার গলা ?

চ্যাং !··· চ্যাং !···আমি টিনটিন !

চ্যাং !···আমি জানতুম তুমি বেঁচে আছ !
টিনটিন !

আমি জানতুম, তোমাকে খুঁজে পাবই !
টিনটিন ! কত সময় যে তোমার কথা ভেবেছি !

তোমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ! আমার জাম্পারটা পরে নাও, তারপর আমার সঙ্গে চলো !
না, টিনটিন, পারব না !

গায়ে একটুও জোর নেই ! তা ছাড়া সে ফিরে আসতে পারে !
তার ভয় কোরো না ! বাইরে আমার বন্ধু পাহারা দিচ্ছে, ইয়েতিকে দেখলেই শিস দেবে !

ওই তো !···এক্ষুনি শিস দিয়ে টিনটিনকে সতর্ক করা দরকার !

ফ্ফ্ফ

সপপ

জ্জ্জ

শক্ত করে আমাকে আঁকড়ে ধরো !

টিনটিন···বাবা গো !··· টিনটিন ! হুঁশিয়ার !

গরররররর
বাঁচাও ! বাবা গো ! কী করি এখন ?
গরররররর
ভয় পেলে চলবে না ! হুঁশিয়ার !
গরররররর
টিনটিন ! ভয় নেই !... আমি আসছি !...

দু'ঘণ্টা বাদে…
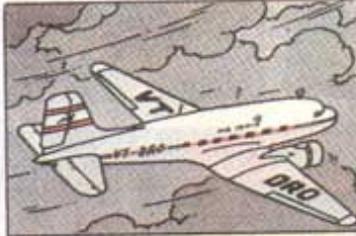
পাটনা থেকে কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট ধরি । চমৎকার আবহাওয়া তখন… কিন্তু কাঠমাণ্ডু পৌঁছবার খানিক আগে ভীষণ ঝড় ওঠে…

জ্ঞান হতে দেখি, আমি বরফের মধ্যে পড়ে আছি । পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল…

ভীষণ ভয় পেয়ে আমি পাগলের মতন ছুটতে থাকি ! সেই সময়ে একটা গুহার মতো জায়গা চোখে পড়ে । সেই গুহায় ঢুকেই আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই ।

বিকট একটা মূর্তি আমার দিকে তাকিয়ে আছে…

হাহাহাহাহাহাহাহা
ইয়েতির চিৎকার ! চ্যাংকে দেখতে না-পেয়ে চেঁচাচ্ছে !

ও আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল ! প্লেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রথম-প্রথম ও আমার জন্যে বিস্কুটের টিন নিয়ে আসত ! পরে কন্দ-মূল, এইসবও খাইয়েছে ।

ছোট-ছোট জীবজন্তুও মেরে আনত । না-খেয়ে উপায় কী । তা-ই খেতুম । একদিন একটা পাথরে আমার নাম খোদাই করি ।

হ্যাঁ, সেই পাথরটা আমরা দেখেছিলুম । পরে তোমার স্কার্ফটাও দেখতে পাই ।
স্কার্ফটা আমি ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলুম···

একদিন সকালে ইয়েতিটা খুব উত্তেজিত-ভাবে গুহায় ফেরে, আর তার পরে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পাহাড়ের

চুড়োর দিকে উঠে যেতে থাকে ।

নীচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে যায়··· ইয়েতিটা কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছিল না । পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে হরিণের মতো ছুটতে-ছুটতে সে ক্রমেই উপরে উঠছিল ।

দূরে তাকিয়ে মনে হল একদল মানুষ, দুর্ঘটনার জায়গার কাছে তারা যাচ্ছে··· আর তাদেরই কাছ থেকে আমাকে দূরে
সরিয়ে নিয়ে চলেছে ইয়েতিটা··· আমি চিৎকার করেছিলুম, কিন্তু তারা শুনতে পায়নি । তখন আমি আমার স্কার্ফটা ফেলে দিই । ভেবেছিলুম, স্কার্ফটা দেখে কেউ আমার নিশানা পাবে ।
ঠিক ঠিক, স্কার্ফ দেখেই তো আমরা নিশানা পাই ।

পথে আবার তুষার-ঝড় ওঠে । তারই ভিতরে আমাকে নিয়ে ছুটতে থাকে ইয়েতিটা । আমার তখন অর্ধ-অচেতন অবস্থা···

সেই অবস্থায় ইয়েতিটা আমাকে নিয়ে এই গুহায় ঢোকে । কেউ যে এখানে আমার খোঁজ পাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ।

ভেবেছিলুম, ওই গুহার মধ্যেই আমি মারা যাব, কেউ জানতেও পারবে না ।

ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গেছে ! হাঁচি পাচ্ছে !
নাক সুড়সুড় করছে ! দাঁড়াও !

হ্যাঁচ্চো !

হ-অ-অ-অ-অ-অ-অ-অ···
?
!
?

হ-অ-অ-অ-অ-অ-অ-অ···

ও, লুকিয়ে-লুকিয়ে পিছু নেওয়া হয়েছিল ! পাজি, দুষ্টু বুলডোজার কোথাকার ! কাছে এলে পিটিয়ে তক্তা করে দেব !

ক্যাপ্টেনের হাঁচির শব্দে ঘাবড়ে গিয়েই বেচারা ইয়েতিকে পালাতে হল !
পিছু নিলেই পেটাব বাঁদর কাঁহাকা !

তুমি বলছ 'বেচারা ইয়েতি' ! অথচ যারা ওকে জানে না, তারা বলে 'ঘৃণ্য তুষারমানব' !
ঘৃণ্য কেন হবে, ওর জন্যেই তো বেঁচে ছিলুম ! নয়তো ঠাণ্ডায় আর খিদেয় মরতে হত !

দিন কয়েক বাদে···
বিদেশী !
ফিরে আসছে !

হ্যাঁ, ফিরে এসেছি, মিগুর পেটে যাইনি ! এখন মঠের দিকে যাব !

তিন দিন বাদে···
চ্যাং, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি !

পম্ পম্ পম্ পম্ ট্রালা লালা লা··· ওরে পাজি মিগু, তুই দৌড়ে পালা !

?
ডিং ডং ডিং ডং
ডুং ডুং ডুং

ওরে বাবা, প্রধান পুরোহিত বেরিয়ে এসেছেন, মস্ত ব্যাপার !

হে সাহসী যুবা, আপনার বন্ধুবৎসলতার তুলনা নেই ! আমাদের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে রেশমের এই বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন । আপনার জীবন সুন্দর হোক ।
আপনি নিজে এলেন ?

আসব না ? জীবন বিপন্ন করে আপনার বন্ধুকে আপনি উদ্ধার করেছেন । আমরা আনন্দিত, অভিভূত ।

আপনিও আপনার বন্ধুকে কখনও পরিত্যাগ করেননি । আপনিও মহানুভব ।
হেঁহেঁ কী আর করেছি ।

বালক, তুমিও ধন্য । মিগুর হাত থেকে তোমার বন্ধুরা তোমাকে উদ্ধার করেছে । তোমার বন্ধুভাগ্যের তুলনা নেই ।
আমিও কম করিনি ।

এটা কী ? শিঙে ? এইখানে ফুঁ দিতে হয় ?

ভ্যাঁপ্পোর ভোঁ

দুঃখিত !

এক সপ্তাহ বাদে···
এখন আর দুর্বল বোধ করছ না তো চ্যাং ?
একদম না । তোমাদের সেবায়-যত্নে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি ।
মঠ থেকে আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা করে না-দিলে মুশকিলে পড়তুম । বাস, এবারে নেপালে পৌঁছেই ইউরোপে রওনা হব ।
হঅঅঅঅঅঅ
!
!
উঃ, আবার চেঁচাচ্ছে !
ইয়েতি আবার একলা-একলা এই পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াবে । কে জানে, আবার কবে কে দেখা পাবে ওর !
পালাই বাবা !
কেউ যেন ওর দেখা না পায় ! কেউ তো ওকে জন্তু ছাড়া কিছু ভাববে না ! অথচ ওর মধ্যেও রয়েছে দয়া-মায়া, রয়েছে স্নেহ-মমতা । প্রায় মানুষেরই মতো ।
ঠিক বলেছ ।
সমাপ্ত